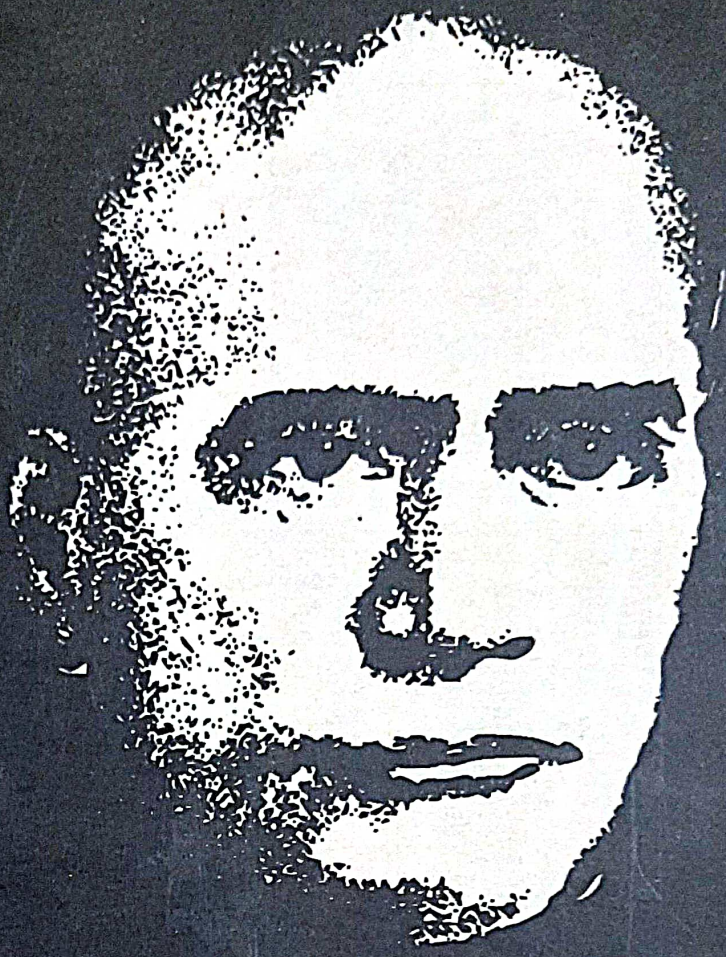

ঈশ্বর 200

নবরূপে ঐতিহাসিক মূল্যায়ন

সম্পাদনা সুমন মুখার্জী

সাংবাদিক বিদ্যাসাগর

সাংবাদিক বিদ্যাসাগর : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা
পিন্টু মণ্ডল ১০৭

বিদ্যাসাগর ও সাম্প্রতিক মূর্তি ভাঙার রাজনীতি

ঈশ্বরের মূর্তি
সৌগত মুখোপাধ্যায় ১১২

বিদ্যাসাগরের চলচিত্রায়ন

ভারতীয় চলচ্চিত্রে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : একটি সাংস্কৃতিক অনুসন্ধান
সৃজা দাস ১১৯

পর্যটক বিদ্যাসাগর

বর্ধমানে বিদ্যাসাগর : একটি ঐতিহাসিক অনুসন্ধান
রুদ্রনীল চোঙদার ১৩০

বিদ্যাসাগরের কর্মাটাঁড় ভ্রমণ : প্রসঙ্গ জনস্বাস্থ্য ভাবনা এবং আদিবাসী উন্নয়ন
সুমন মুখার্জী এবং অমিতেশ রায় ১৩৭

বিদ্যাসাগর ও তাঁর কর্মস্থল

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং সংস্কৃত কলেজ
পলাশ দে ১৪৪

মানবতাবাদী বিদ্যাসাগর

মানবতাবাদী বিদ্যাসাগর : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা
শচীন চক্রবর্তী ১৫৩

একবিংশ শতকের মানবতার অবক্ষয় : ফিরে দেখা বিদ্যাসাগরের মানবতাবাদ
প্রসেনজিৎ মণ্ডল ১৬১

বিদ্যাসাগর ও সমসাময়িক ব্যাক্তিত্ব : পারস্পরিক সম্পর্কের রসায়ন

নারীবাদী চেতনা : বিদ্যাসাগর বনাম বেগম রোকেয়া
নাসিরুদ্দীন মোল্লা ১৭০

উত্তর প্রজন্মের মহাপুরুষ রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে পূর্ব প্রজন্মের মহাত্মা বিদ্যাসাগর
পাঞ্চালী মুখার্জী ১৭৬

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের প্রেক্ষাপটে ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
রুবেল পাল ১৮৬

বিদ্যাসাগরের দর্শন ও ধর্ম চিন্তা

বিদ্যাসাগরের ধর্ম ও দর্শনচিন্তা
শুকদেব মণ্ডল ১৯৯

উত্তর প্রজন্মের মহাপুরুষ রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে পূর্ব প্রজন্মের মহাত্মা বিদ্যাসাগর

পাঞ্চালী মুখার্জী

রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন প্রসঙ্গে জীবনচরিত বিষয়ে তাঁর বক্তব্য রেখে গেছেন। '*কবিচরিত*' কিংবা '*কবির বিজ্ঞান*' জাতীয় রচনায় তিনি যেমন কবিদের জীবনচরিত সম্পর্কে তাঁর মতামত প্রকাশ করেছেন, তেমনি '*জীবনস্মৃতি*'র ভূমিকায়, '*আত্মপরিচয়*' এর সূচনায়, কিংবা ১৩১৭ বঙ্গাব্দে পদ্মিনীমোহন নিয়োগীকে লেখা পত্রে স্বকীয় জীবনচরিত রচনা প্রসঙ্গে তাঁর অভিমতকে জানিয়েছেন। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে লেখা '*পশ্চিম যাত্রীর ডায়রি*'র পাণ্ডুলিপিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: "যারা জীবনচরিত লেখে তারা সমসাময়িক খাতাপত্র থেকে অতিবিশ্বাসযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করে লেখে, সেই অচল সংবাদগুলো নিজেকে না কমাতে না বাড়াতে পারে। অথচ আমাদের প্রাণপুরুষ তার তথ্যগুলোকে পদে পদে বাড়িয়ে কমিয়েই এগিয়ে চলেছে। অতিবিশ্বাসযোগ্য তথ্য স্তূপাকার করে তা দিয়ে স্মরণস্তম্ভ হতে পারে, কিন্তু জীবনচরিত হবে কী করে। *জীবন চরিত* থেকে যদি বিস্মরণধর্মী জীবনটাই বাদ পড়ে তাহলে মৃত চরিত্রের কবরটাকে নিয়ে হবে কী।" অর্থাৎ *জীবন চরিত* রচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ তথ্যের স্তূপীকৃত সমারোহের বিরোধী ছিলেন, তিনি চেয়েছিলেন যাঁর জীবনচরিত লেখা হবে তাঁর 'বিস্মরণধর্মী' অর্থাৎ বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য চিরকালের স্বরূপকে পরিস্ফুট করে তাঁর অন্তর্নিহিত গভীর সত্যকে প্রকাশ করতে। অন্তত দু'বার তিনি জীবনীগ্রন্থ সমালোচনা সূত্রে প্রথাবদ্ধ জীবনচরিত লেখার মানসিকতার প্রতিস্পর্ধী মতামত প্রকাশ করেছেন। প্রথমবার ১৩০৮ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যায় টেনিসনপুত্র হ্যালাম টেনিসনের লেখা '*Alfred, Lord Tennyson- A Memory*' (১৮৯৭) গ্রন্থের সমালোচনা কালে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: "টেনিসনের কাব্যগত জীবনচরিত একটি লেখা যাইতে পারে —বাস্তব জীবনের পক্ষে তাহা অমূলক, কিন্তু কাব্য জীবনের পক্ষে তাহা সমূলক। কল্পনার সাহায্য ব্যতীত তাহাকে সত্য করা যাইতে পারেনা।" দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের ২৭ শে সেপ্টেম্বর লেখা '*পশ্চিম যাত্রীর ডায়রি*'তে রবীন্দ্রনাথ ম্যাক্সিম গোর্কি (অ্যালেক্সেই পেশকভ) র লেখা টলস্টয়ের জীবনীগ্রন্থ সমালোচনার সময় তিনি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি নয়, সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন—

"বহুকালের ও বহুলোকের চিত্তকে যদি গোর্কি নিজের চিত্তের মধ্যে সংহত করতে